Bengali Paper-I

১।a) আমাদের সামাজিক এবং জাতীয় জীবনে সংবাদপত্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র জনমত গঠনে এবং জনগণকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে জনগণের দুঃখ দুর্দশার কথা প্রকাশ পায় এবং তার সমাধানের পথও খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমানে সংবাদপত্র এতটাই শক্তিশালী মাধ্যম যে সরকার গঠনের বা সরকারের পতনেও তার প্রভাব থাকে।

b) সন্ত্রাসবাদ একটি আর্ন্তজাতিক সমস্যা। দীর্ঘদিন ধরেই ভারতবর্ষ এই সন্ত্রাসবাদের শিকার। সাম্প্রতিককালে সন্ত্রাসবাদ আরও বীভৎসভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শতশত নির্দোষ লোকের প্রাণ যাচ্ছে। কোটি-কোটি টাকার সম্পদও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দেশের কিছু-কিছু অংশে এটি এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

২.

a) Ranita- Has your daughter participated in the annual cultural function of the school this year?

Nilima- No dear; she is very much pressurized with her studies in school and private tuitions and has no time for such activities. She remains engaged with computer work whenever she gets time.

Ranita- One gets entertained through artistic activities like songs , drama etc., during the leisure period . It also helps to improve concentration in studies.

b) Rajib- Ajoy, have you noticed the increase in the no. of AIDS patient day by day in our country?

Ajoy- Yes, from a recent survey report, I came to know that the no. of AIDS patients is increasing everyday.

Rajib- Do you know what is the root cause of the problem?

Ajoy- It is due to the lack of awareness; people do not know how to prevent the disease.

৩। ক) বড়দিন উপলক্ষে বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি পত্র লিখুন।

‘ মিলনবীথি’
বি-৯৮, সুকান্তপল্লী
ডাকঘর-হরিদেবপুর
কলকাতা-৭০০০৮২
তাং-০২.০৫.২০১৪

বন্ধুবরেষু/ প্রিয় বন্ধু

সুজিত, তুমি তো জানো,আমি সেন্ট লরেন্স স্কুলে পড়ি। এবার আমাদের বড়দিনের ছুটি থাকছে ২৪ ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত। আমদের বাড়ির কাছে কেওড়াপুকুর মিশন পার্কে বড়দিন উপলক্ষে একসপ্তাহের খ্রিস্টমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া এবছর আমাদের বাড়িতে কেক বানানো হবে।

তুমি অবশ্যই আমাদের বাড়িতে বড়দিনের ছুটিতে বেড়াতে এসো। তুমি এলে, তোমাকে নিয়ে বড়দিনের মেলায় ঘুরতে যাবো। পত্র শেষে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। তোমার বাবা-মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিও।

তোমার আসার অপেক্ষায় থাকলাম।

ইতি তোমারই বন্ধু
কখ

প্রাপক :
ডাকটিকিট
সুজিত সাউ
গ্রাম- সজিনাতলা
ডাকঘর- বাসন্তী
দক্ষিণ ২৪ পরগণা
পিন-৭৪৩৩২২

অথবা

খ) সরকারী কাজে মাতৃভাষাবাংলা ভাষার ব্যবহার'

মাননীয়
সম্পাদক মহাশয়, আনন্দবাজার পত্রিকা
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০১

বিষয়: সরকারী কাজে মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার

সবিনয় নিবেদন,

আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মাতৃভাষার চর্চা ছাড়া মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব নয়। আপনি এও জানেন যে , সকল মানুষের মাতৃভাষায় মতামত প্রকাশের অধিকার আছে।

কিন্তু আমাদের রাজ্যে সর্বস্তরে সরকারী কাজে মাতৃভাষা বাংলা আজও চরম উপেক্ষিত। পৃথিবীর সব দেশেই সরকারী স্তরে কাজকর্ম মাতৃভাষায় পরিচালিত হয়। আমরা আপনার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারলাম সরকারী স্তরে বাংলার ব্যবহার প্রসারের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হচ্ছে।আমরা একান্তভাবে কামনা করি এই ভাবনা অবিলম্বে বাস্তবায়িত হোক,

ধন্যবাদান্তে
বিনীত
কখ গ

৪। ক) গ্রামবাসীদের পক্ষে শাখা ডাকঘর স্থাপনের জন্য ডাকবিভাগ অধিকর্তার কাছে একটি আবেদন পত্র লিখুন

কখ গ
গ্রাম :সজিনাতলা
ডাকঘর: বাসন্তী
জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগণা
পিন: ৭৪৩৩১২

মাননীয়
পোস্টমাস্টার জেনারেল, পশ্চিমবঙ্গ
যোগাযোগ ভবন,

কলকাতা-৭০০০১২
সবিনয় নিবেদন,

আমরা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের অধিকারী। বাসন্তী অঞ্চলে একটিমাত্র ডাকঘর আছে। আমাদের গ্রাম থেকে বাসন্তীর দূরত্ব প্রায় ১৩ কিঃমিঃ। পায়ে হেঁটে যেতে হয় বাসন্তীতে। বর্ষাকালে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। জরুরী চিঠি ঠিক সময়ে আসেনা। আমাদের চিঠি পাওয়া ও চিঠি দেওয়া দুটোরই খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মত প্রান্তিক জেলায় পিছিয়ে পড়া গ্রামের জন্য অন্তত একটি শাখা ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। আশাকরি আপনি সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। গ্রামবাসীর বহুদিনের আবেদন গ্রহণ করে বাধিত করবেন,

নমস্কারান্তে-
কখ গ

অথবা

খ) পণপ্রথা সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত মতামত জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

প্রিয় বন্ধু সাধনা,

প্রথমে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। তোমার বাবা-মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিও। আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ দিই, আমার একমাত্র দাদার বিয়ে ঠিক হয়েছে।

মনে পড়ে- ক্লাস নাইনে পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের 'দেনা পাওনা' গল্পটা আমাদের বিশেষ নাড়া দিয়েছিল। জেনে তোমার ভালো লাগবে যে আমার দাদার বিয়েতে বরপণ হিসাবে কোনো টাকা তো নয়ই, এমনকি কোনো আসবাবপত্র বা অন্যান্য উপহার আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছেনা। আমাদের পরিবারে আমরা বরাবরই পণ বিরোধী মনোভাব নিয়ে বড় হয়েছি। তাই শুধু মুখে পণবিরোধী কথা না বলে , বাস্তবে তা করে দেখাতে পারলাম।

পুরুষ শাসিত সমাজে পণপ্রথার জন্য আর কোনও মেয়ের যাতে 'দেনাপাওনা'র নিরুপমার মত নিদারুণ অবস্থা না হয় , এর জন্য কিছুটা হলেও পাত্রীপক্ষকেও দায়িত্ব নিতে হবে। পণের দাবীর কাছে মাথা নত করলে চলবে না।

তুমি অবশ্য শপথ করেছো, বরপণ দিয়ে তুমি বিয়ে করবে না। আজ আমরা নারী-পুরুষ একসঙ্গে এই নির্মম পণপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে, এর প্রতিকার হবে না।

আগামী ১লা জুলাই দাদার বিয়েতে তোমার আসা চাই।

তোমার অপেক্ষায় থাকলাম।

ইতি
তোমারই কখ